096

তারিখ ১৯/২/৮৩
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আজ প্রাথমিক শিক্ষকদের মহাবিক্ষোভ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আহূত তিন দিনব্যাপী মহাবিক্ষোভ দিবসের কর্মসূচী আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা থেকে শুরু হচ্ছে।

গতকাল পর্যন্ত শিক্ষকদের ধর্মঘটের ৫৬ দিন অতিবাহিত হয়েছে। ইতিপূর্বে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক শিক্ষক সমাবেশে ১৯ শে

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

মহাবিক্ষোভ

(১ম পাতার পর)

ফেব্রুয়ারীর মধ্যে দাবী মেনে নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়। আন্দোলনের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী আজ থেকে 'মহাবিক্ষোভ শুরু হচ্ছে। তিন দিনব্যাপী এই 'মহাবিক্ষোভ দিবসের' প্রধান কর্মসূচী হচ্ছে শহরে বিক্ষোভ' প্রদর্শন ও বঙ্গ ভবন থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পর্যন্ত শিক্ষক জনতার অবস্থান ধর্মঘট।

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দাবী করা হয়েছে যে, বিক্ষোভে অংশ নেয়ার জন্য গতকাল সন্ধ্যার মধ্যে ৫০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক ঢাকা শহরে এসে পৌঁছেছেন। আজ সকাল সাতটায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে দিনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। সকাল দশটার মধ্যে তিন লাখ মানুষ মহাবিক্ষোভে অংশ নেবে বলে উদ্যোক্তরা আশা প্রকাশ করেছেন।

সমিতির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, দেশের সর্বত্র সরকার সমিতির কর্মী ও নেতৃবৃন্দকে মারাত্মকভাবে হয়রানি করছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, ঢাকা মহানগরীতে আগতদের জন্য যথাযথ দামে খাবার পানি সরবরাহ করার আবেদন করা সত্ত্বেও ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষ সে আবেদন রক্ষা করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছেন।

সমর্থন

শিক্ষকদের দাবীর সমর্থনে ইউনাইটেড পিপলস পার্টি আজ বিকেল তিনটায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে এক জনসভা আহ্বান করেছে।

জাসদের সাধারণ সম্পাদক জনাব আ স ম আবদুর রব বিক্ষোভরত শিক্ষকদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দেয়ার জন্য দলীয় সকল কর্মীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক প্রাথমিক শিক্ষকদের মহাবিক্ষোভের কর্মসূচীর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে অবিলম্বে শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল এক বিবৃতিতে জনাব রাজ্জাক বলেন: ১৯৭৩ সনে বঙ্গবন্ধুর সরকার ১২ হাজার নতুন প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ সকল প্রাইমারী শিক্ষককে সরকারী চাকুরের মর্যাদা দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান সরকার বিপ্লবের নামে দেশে শিক্ষা সংকোচন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্রমাগত সংকট সৃষ্টি করে চলেছে। প্রাইমারী শিক্ষাকে স্থানীয় প্রশাসনের হাতে হস্তান্তর করে লাখ লাখ ছাত্র শিক্ষকের ভাগ্য অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় দীর্ঘ দিন যাবৎ ধর্মঘটরত শিক্ষকদের দাবীর প্রতি চরম উপেক্ষা করে সরকার তাদেরকে মহাবিক্ষোভের পথ বেছে নিতে বাধ্য করেছে।

ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ, সাধারণ সম্পাদক হাশিমুদ্দিন হায়দার পাহাড়ী, বাংলাদেশ কৃষক লীগের সভাপতি জনাব মহিউদ্দিন আহমদ সাধারণ সম্পাদক রহমত আলী গণতান্ত্রিক পার্টির সভাপতি জনাব নূরুল হুদা মীর্জা, ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের (মিজান) সভাপতি মোজাফফর হোসেন পল্টু সাধারণ সম্পাদক মহিউল ইসলাম চৌধুরী কাজ'ন জাতীয় শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি আবদুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক, বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি নন-গেজেটেড সরকারী কর্মচারী ঐক্যফ্রন্ট লেবার পার্টির সভাপতি মাওলানা আবদুল মতিন আওয়ামী যুব লীগের (সিদ্দিকী) সাধারণ সম্পাদক এম, এ, রেজা, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মুহাম্মদ সোবহান, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের জাতীয় কমিটি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের জাতীয় কমিটি (মাহফুজ) সরকারী কর্মচারী ঐক্যজোট ইউপিপি'র চেয়ারম্যান কাজী জাফর আহমদ সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা জামাল হায়দার টি এণ্ড টি কলেজ ছাত্রসংসদের ছাত্রলীগের (ভুট্টো) পক্ষ থেকে পৃথক বিবৃতিতে শিক্ষকদের মহাবিক্ষোভ দিবসের কর্মসূচীর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেছেন।